প্রেম

সাদ কামালী

উপায় ঠাকুর বলে আপনার 'আমি'কে খুন করবেন না, আমি অহংই আপনার সার বস্তু, পরমাত্মা আমি-কে আছর করেই নিজেকে জাহির করার সুযোগ করে নিয়েছে, 'আমি' আপনার সত্তা। সত্তাকে হত্যা করা কোনো কাজের সাধনা নয়, সারবস্তু ফেলে বস্তুহীনতার কী মুল্য আছে! তবে আসল কি জানেন ? উপায় ঠাকুরকে যারা জানেন, তাদের কাছে আসল কথা অজানা নয়, আমিত্বের জয়ঢাক পিটানো ওই আসল তত্ত্বের ভণিতা মাত্র। প্রেম ভালবাসা ছাড়া সত্তা পরমাত্মা সারবস্তুর যে 'আমি' তা একটা বীজের মতো শক্ত কালা পাথর, ক্ষুদ্র, কুৎসিত। আমি তখনই সারবস্তু যখন প্রেমের ভিতর সে বিলীন হয়ে যাবে, আমিত্বের লয় ঘটাবে প্রেমে। শক্ত বীজদানা নিজেকে প্রেমের জমিতে মিলিয়ে দিতে না পারলে তার সারবস্তু পাখির খাদ্য ছাড়া কিছুই নয়। মাটির প্রেমেই বীজ নিজেকে মিলিয়ে দেয়, বৃক্ষ পাতা শাখার সবুজ উদ্যান হয়ে ওঠে। ক্ষুদ্র বীজের বৃহৎ প্রকাশ! কী চমৎকার! চোখ বন্ধ রেখে হৃদয় খুলে দেখেন, মহাজগতে সৃষ্টির মুলে আছে প্রেম, সব চিন্তা ও দর্শনও নিয়ন্ত্রণ করে প্রেম। প্রেমের সাধনা করেন, প্রেমেই তিনি বসত করেন।

কেমনে ঠাকুর ?

আমিত্বের অহং মন্দ কিছু নয়, অহং না থাকলে, নিজেকে মুল্যহীন ভাবলে প্রেমের মুল্য কিভাবে হবে! নিজের সঙ্গে আগে প্রেম করুন, প্রেম জাগান তারপর মহা প্রেমে নিজের প্রেম সঁপে দেন...।

ঢুলু ঢুলু তিনজন মানুষ লাল চোখ আধাআধি খুলে উপায় ঠাকুরকে দেখে। উপায় ঠাকুরের চোখ আলো অন্ধকার, দৃশ্য অদৃশ্য নিরপেক্ষ, চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখার কিছু নাই, চোখহীন দৃষ্টির আলোতে সে দেখে। কোনো নেশার গোমরে তার চোখের পরিসর লাল হয় না। অন্ধকারে লাল নীল সবই এক। তার মাথা কপাল চোখ চিবুক উঁচুতে সটান, পেটে পিঠেও কোনো ভাঁজ নাই, শিরদাঁড়া অবিশ্রাম সাধনায় টান টান। শিষ্য দর্শনার্থীদের চেয়ে সে বেশি জোরেই কল্কেতে টান দিতে পারে, এক টানেই পারে কল্কের বস্তু আগুনে পুড়িয়ে সব নির্যাস ধোঁয়া বুকে ধারণ করে রাখতে ; মাটির কল্কেতে পড়ে থাকবে পোড়া ছাই। প্রেমের সাধক উপায় ঠাকুর নেশার স্বাদও সবার ভিতর ছড়িয়ে দেয়। স্বাদও প্রেম। প্রেমহীন ভোগ কখনো স্বাদযুক্ত হয় না।

চৈত্র মাসের রাতে প্রশান্তি বাড়ে, তখন শীতের নপুংসকতা থাকে না, গুমোট দুপুরের রতিক্লান্ত অবসন্নতাও নয়, বরং প্রেমে কামে এমন রাত বাঁশি বাজায়। বাঁশি এখন বেজেও উঠেছে, ছেঁড়াখোড়া মেঘের ভিতর ভরা শরীরের চাঁদ, কাম গন্ধ মাখা। আহা অদুরেই চর্মসার শুকনা কুমার নদ, জোয়ার তুলবার মতো পানি তার শরীরে নাই। কচুরিপানার তলে রোগা নদীর দুর্বল পানির দীর্ঘশ্বাস উপায় ঠাকুর নিজের ফুসফুস থেকে নির্গত করে বলে, দেখেন, প্রেম ছাড়া প্রকৃতির সৃষ্টি হতো না, প্রেমই প্রকৃতি। তখন বীর্য গন্ধ মাখা বাতাস দক্ষিণের চক, মরা কুমার নদ ছুয়ে উপায় ঠাকুরের আস্তানায় এসে সম্মতি জানিয়ে যায়। এই বাতাস তর্জমা করে উপায় ঠাকুর বলে, সব কিছুরই কার্যকারণ সম্স্লর্ক আছে। দক্ষিণে তাকিয়ে দেখেন, নদী শুকিয়ে কোটরে ঢুকে গেছে, এবং এখানেই কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল না, নদীর দুই পাড় চওড়া হয়েছে, নদী ঘেষে গিরস্থ বোরো ধান লাগিয়েছে, তার ওপরে টমেটো কাঁচা-মরিচের ক্ষেত, কেউ কেউ অস্থায়ী বসত ঘরও...। বর্ষাতে আবার দুই পাড় ভেসে যাবে।

কুমার নদের উত্তর পাড়ে কলেজ, কাঁচা রাস্তা ধরে পশ্চিমে হেঁটে গেলে হাতের বাঁয়ে পড়বে চণ্ডিদাসদি গ্রাম, গ্রামের মুখেই পুরানো পাকা ঘাটের নিশানা হিসেবে চোখে পড়বে মন্দির সদৃশ্য কাঠামো, পলেস্তরা খসা, ইটের কোণা বেরিয়ে আছে, ফাঁকে ফোকরে গাছও গজিয়ে উঠেছে। তার পাশেই উপায় ঠাকুর তার আস্তানা অথবা বসত করে নিয়েছে পৈতৃক জমির ওপর ; গ্রামের

©Mukto-Mona
www.mukto-mona.com

ভিতর তার অন্য ভাই জ্ঞাতিগুষ্ঠি বাস করে। একচালা টিনের ঘরের সামনে একটা বারান্দা, বারান্দার চালেও টিন। ভিতরে সাদা উঠান, গ্রামের কেউ অথবা ভক্ত শিষ্য এসে আলামাটি দিয়ে উঠান লেপেপুছে দেয়, ঘরের কোণায় জবা গাঁদা ফুলও লাগিয়ে দিয়েছে। উঠানের শেষে একটা চালা তুলে রান্নাঘরের ব্যবস্থা করা আছে, কেউ না এলে মাঝে মধ্যে উপায় ঠাকুর নিজেই ভাতে আলু বেগুন সিদ্ধ করে নিতে পারে। আবার ঝড়বৃষ্টির তরঙ্গের ভিতর আলগা চুলায় ভাত, ভর্তা, চা করার ব্যবস্থাও আছে মুল ঘরে।

চাঁদের শরীরে হলুদবর্ণের ছাপ পড়লে বোঝা যায় রাত মেলা, দর্শনার্থী তিনজনের নেশা চুড়া থেকে এখন নামতে শুরু করেছে। তাদের একজন কামরুল, স্থানীয় কলেজের প্রভাষক বলে, গুরু আমার যে কোনো দিশা হইলো না ! গুরু জোছনায় মিহি হাসি মিলিয়ে দেয়। প্রেমের সাধক উপায় ঠাকুরের কাছে কামরুলকে নিয়ে এসেছে আমিনুল, বলে, গুরু কেসটা মেলা জটিল, ভালোমন্দ কিছু একটা ঘটায় ফেলতে পারে। উপায় ঠাকুর তার মিলিয়ে যাওয়া মিহি হাসিকে বাতাসা করে তোলে, আসল প্রেম বিনিময় করে না, প্রেমের নিজের গর্ভে জন্ম নেয় প্রেম। প্রেম বাদে কাম জন্ম নিলে, পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হলে সে তো ব্রাদার প্রেম না, কৌশল, ভিন্ন একরকমের কৌশল। প্রেম বিনিয়োগের বস্তু নয়। প্রেম দানের শক্তি বাড়ায়। জোছনা, বসন্তের বাতাস আর রোগা নদীর শরীর ছোঁয়া ঠাণ্ডা নৈঃশব্দ কাঁপিয়ে কামরুল হঠাৎ কেঁদে ফেলে। কিছুক্ষণ কাঁদে। কামরুল আমিনুলের অপর সঙ্গী কাঞ্চন বলে, ঠাকুর লাভলিরে না পাইলে ব্যাটা মরবে। উপায় ঠাকুরের টান টান বুক থেকে লম্বা শ্বাস বের হয়, এই শ্বাসের শব্দ ছাপিয়ে চকিতে বাদুড় উড়ে যায়, চাঁদের মাদকতায় শুকতারার কর্ণিয়া তত জ্বল জ্বল করে না, বরং উপায় ঠাকুরের পানি ডোবা লাল চোখে আরও বেশি পাওয়ারের বাতি।

আহা প্রেম আহা প্রেম, প্রেম . . .

ডিমের ভিতর বসত তাহার
ফুটে ডিম কাল হলে বাছার
কুসুম নয়ন আটক বেড়ায়
তবু দেখ তার আলো বাহার

কেমন করেই বান্ধা কোঠায়
প্রাণ বিন্দু বাড়ে ধীরে উত্তাপে
প্রেমের চাওয়া বাড়তি আশায়
ডিম পচে মন কান্দে সন্তাপে

আহা প্রেম আহা প্রেম, প্রেম . . .

প্রেমের নাবিক প্রেমেই সওয়ার
প্রেম তরী পার করে প্রেমিক
কামনা হইলে ডুবলে তাহার
লোভী প্রাণ ওরে ভুলো নাবিক

আহা প্রেম আহা প্রেম, প্রেম . . . প্রেমেই সৃষ্টি চারিধার, জগত আধার, প্রেমে সৃষ্টি উপায় ঠাকুর, প্রেমে মহান প্রজ্ঞা রাণী, আহা প্রেম, প্রেম, প্রেম।

উপায় ঠাকুরের জোছনা লগ্ন কণ্ঠ থেকে নিজের নাম এমনকি প্রজ্ঞা রাণী উচ্চারিত হলে আমিনুল বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে উপায় ঠাকুরের চোখে চোখ রাখে। চোখের ছায়ায় আলোরেখার প্রতিবিম্ব নাই। নেশা, ভাব আর পানির অভিঘাত গলায়। উপায় ঠাকুর বলে, আপনারা এখন ওঠেন, বাকি রাতটুকু আমার সহবাসের সময়। সহবাস! সহবাস আমার ভগবানের সঙ্গে, আমার

©Mukto-Mona
www.mukto-mona.com

প্রেমের সঙ্গে, আমার গুরুর সঙ্গে। কামরুল তার ভেজা চোখ মুছে গলা থেকেও পানি সরিয়ে অনুনয় করে বলে, গুরু আপনার সহবাসের কথা কিছু বলবেন ?

আমার সুখ ও বেদনায় ভরা সহবাসের কথা আমি তো বলতে পারি না। সেই ভাষা আমার জানা নাই। সেই ভাষার জন্মও হয় নাই গো ব্রাদার। তবুও গুরু . . . । এ কেমন আব্দার, আচ্ছা সুরযের আলো না হলে পৃথিবীর সকল সৃষ্টি থেমে যেতো, কোনো কিছুর জন্মও হতো না। এমনকি এই মায়া মায়া জোছনার, সুরযের এই আলো কি বলতে পারবে কেমন তার সহবাস ! সুরযের আলো কখনো তার সঙ্গমের গল্প জাহির করে না। কামরুল এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সহবাস সঙ্গম এইসব রতিভেজা শব্দে কামরুল গ্লানিবোধ করে, অস্বস্তি হয়, বলে, গুরু ভালোবাসা ছাড়া সঙ্গম হয় না, ভালোবাসার সাথেই মানুষ করে সঙ্গম, ইন্দ্রিয়পরায়ণ পশু শরীরের শক্তিতে দখল করতে চায়, আমি ...। উপায় ঠাকুর কামরুলকে থামিয়ে দেয়, সহজ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই সঙ্গম, ক্ষুধা না থাকলে ভোগ প্রবৃত্তি জাগে না। বীজ ও মাটির ভালোবাসা হলে সঙ্গম হবেই, সেই সঙ্গমে অপরাধবোধ নাই, বরং আছে আনন্দ, আপনার ভিতর কেন অপরাধবোধ ? ভালোবাসায় 'আমি' মিলিয়ে যাওয়ার আগেই কামপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন ব্রাদার ! কামরুল বলে, আমি বুঝি নাই, গুরু আমি বুঝি নাই, লাভলি তো ...। শুনেন ব্রাদার, লাভলির লাভ নিরোগ ফুসফুসের নিঃশ্বাসের মতো সহজ হয়নি বলেই বিপত্তি। আমার আপনের লাভলির, প্রজ্ঞার সবার দেহকে ঘিরে, দেহকে ভর করে 'আমি'র আমিত্ব বড়ো লাফ মারে, আমিত্ব লোপ না পাইলে ব্রাদার কখনো প্রেমে বিলীন হওয়া যায় না। লাভলি বা কামরুল কাছিমের মতো শক্ত খোলসের ভিতর তাদের আমিত্ব নিয়ে প্রেমের প্রথম অঙ্কে ছিল। খোলসের আড়ালে নরম সেনসিটিভ রক্ত মাংসে সেই প্রেম ভালো মতো মিশে নাই, তার আগেই ...। শুনেন ব্রাদার, সাধনা দরকার, সাধনা না থাকলে অহং তাড়ানো যায় না, আপনার সাধন ভজন হবে প্রেম। 'আমি' কামরুল কখনো 'আমি' লাভলিকে পাবে না, শুধু প্রেমই প্রেমকে পায়। ঈশ্বর ভগবানে যারা বিশ্বাসী, তারা বলে, স্রষ্টা তার নিজের আত্মাকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন মানুষের মধ্যে, একই আত্মা বহু হয়ে সব মানুষের ভিতর বর্তমান। এই আত্মাকে উপলব্ধি করার মাধ্যমেই মানুষ একে অপরের মধ্যে অদৃশ্য বন্ধনকে খুঁজে পায়। এই বন্ধন আর কিছু না, প্রেমের সাধক উপায় ঠাকুরের কথায় প্রেম, প্রেমানুভূতি, এই বোধ এই সত্য লাভের প্রধান শর্ত প্রিয় আমিত্বকে চিতার আগুনে ভস্ম করে ফেলা...।

ভস্ম করি আমার শরীর
চিতা জ্বলে আমির কোঠায়
মায়া প্রেম আলোর ননীর
দেখ প্রেম মিলায় জড়ায়

পোড়া আমি ভুতে-এ মিলায়
প্রেম আহা জগত গড়ায়
তুমি আমি বিনাশ হাওয়ায়
শুধু প্রেম প্রেমের বিজয়

ঠাকুর উপায় বলে কর প্রেমের সাধনা

নেশা কেটে গেছে, ভাব ও ভার এবং উপায় ঠাকুর কথিত অপরাধবোধ কামরুলকে বিচলিত করে ফেলেছে। কামরুল কাঁদে, শব্দ করে কাঁদে, চাঁদ আলো ছড়াবার বয়স হারিয়ে পুবে নেতিয়ে আছে, রাতজাগা পাখিও আর খামাখা ওড়াউড়ি করে না। আমিনুল কাঞ্চন বুঁদ হয়ে আছে, বিশেষ করে উপায় ঠাকুরের গানের শব্দ তাদের ভিতর ধাঁধার কৌতূহল জাগিয়ে দিয়েছে হয়তো। 'চিতা জ্বলে আমির কোঠায়' মানে কি ? আমিনুল জানে সব, কেন উপায় ঠাকুর প্রেমের সাধক হয়ে এমন দেওয়ানা। তবে কি এই প্রসন্ন উজ্জ্বল সুরেলা মানুষটার অন্তর এখনো চিতায় জ্বলে ! তার এতো শত সাধনা, কোনো শান্তি দিতে পারে না, বিরহে এখনো পুড়ছে উপায় ঠাকুর ! আমিনুল বলে, ঠাকুর, খুব কষ্ট হয় ? ঠাকুর হাসে, মরা জোছনায় মিলানো মেঘলা হাসি,

©Mukto-Mona
www.mukto-mona.com

বলে, আমি সুখে আছি, এতো সুখ আপনারা বুঝবেন না, চোখের গর্তে চোখ নাই, ঘরে, বিছানায়, রাস্তায় আমি একা, লোকে তাই ভাবে। আসলে প্রকৃতিই বুঝে সে কখনো একা নয়, কাজ ছাড়া নয়, প্রেমের দরিয়ায় প্রেমিক আর প্রকৃতি সৃষ্টি আর ধ্বংসে ব্যস্ত, সংসারলোভী মানুষ প্রকৃতিকে দেখতে পায় না, খুঁজে মওসুম, এই আর কি। কাঞ্চন ভেসে ওঠে, গুরু বুঝলাম না, মানুষ প্রকৃতি মিলাইয়া মেলা কইছেন, আপনি কি মানুষ না চাঁদ সুরযো নদী পানি আকাশ বাতাসের মতো একখান প্রকৃতি? উপায় ঠাকুর বলে, আমি সৃষ্টির সেরা আশ্‌রাফ, মানুষ, আরবী ভাষায় ইনসান। ইনসান শব্দটি আসছে উন্‌স থেকে, উন্‌স মানে প্রেম। যদি আপনি মানুষ বা ইনসান হয়ে থাকেন, আপনার জন্মও প্রেমে, আমি সেই প্রেমের সাধক। শুনেন কোরআনে আল্লাহ এবং নবী মোহাম্মদের প্রেমের কথা আছে, আল্লাহ তাঁর হাবীব মোহাম্মদের প্রেমেই এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর জবান শোনেন, 'হে হাবীব, হে প্রিয় তুমি না হলে আমি এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতাম না।' এই নবী পছন্দ করতেন ডুমুর, জলপাই, বিশেষ করে জলপাইয়ের তেলে ডুমুর ভিজিয়ে খেতে নবী খুবই পছন্দ করতেন। সেই জন্য আল্লাহ, যিনি স্রষ্টা অথবা স্রষ্টার প্রতীক, তিনিও তাঁর প্রেমাস্পদ হাবীব, নবীর পছন্দের জলপাই, ডুমুর ইত্যাদির দোহাই দিয়েছেন। তো, আপনি যে ধর্ম তরিকারই হন না কেন প্রেম ছাড়া তা কখনো জমে উঠবে না। আমিনুল হঠাৎ বলে, আল্লাহ ভাগবানে আপনার বিশ্বাস আছে ? উপায় ঠাকুর নিস্তেজ কামরুলের দিকে তাকিয়ে বলে, আমার বিশ্বাস ও ভরসা প্রেম, প্রেমই আমার সাধনার আধার। কাঞ্চন বলে, গুরু, মেলা সাধনা হইলো, ইকটু নেশা না হইলে পাইনশা ঠেকতেছে। উপায় ঠাকুর এতে সায় দেয়, নেশা না থাকলে চোখের সামনে এসে দুনিয়া খাড়ায়, তখন সাধনা মাথায় ওঠে, দাঁড়ান দেখি। উপায় ঠাকুর গায়ের চাদর, সেলাইবিহীন সাদা লুঙ্গি ম্যানেজ করে ঘরের ভিতর ঢোকে। কামরুল বলে, গুরু আমারে অপমান করছে, এর প্রতিশোধ আমি নেবো আমিনুলভাই। আমিনুল বলে, এইটাই আপনের সমস্যা, উত্তেজনা রুখতে পারেন না। হে কইছে হের কথা, আপনি তো জানেন, আসল ঘটনা কি ? কামরুল সোজা হয়ে বসে, আসল ঘটনা আবার কি ? কি কইতে চান, লাভলি আমারে ভালোবাসে, আমি তাকে, আমরা সঙ্গম করতে পারি না ? কি কইতে চান ? আমিনুল আমতা আমতা করে বলে, লাভলিও যদি চায় তাইলে তো কোনো প্রবলেমই নাই, কথা হইলো লাভলি ওয়াজ নট রেডি ফর সেক্স, বিকজ...। থামেন, কামরুল প্রায় চিৎকার করে ওঠে, শি ইজ মাইন, মাই লাভ, মাই গার্ল, আই লাভ টু মেক লাভ উইথ হার ... ব্যাস। আমিনুল বলে, ঠাকুর তো ওই আপনের 'মাই' নিয়াই কথা কইলো, মাই একটু বেশি হইয়া গেছে। আপনের 'মাই' আর লাভলির 'মাই' একসাথে মিলবার আগেই...। উপায় ঠাকুর এসে বলে, কাঞ্চনদা, জিনিস তো আছে কিন্তু...? আরে কিন্তু রাখেন, জিনিস ইজ জিনিস। উপায় ঠাকুর দাঁড়িয়ে থেকেই বলে, কিছুই নাই, নির্জলা কেমনে খাবেন ! কামরুল বলে, কিসের বাল কিছুর কথা কন, প্রেম মিলাইয়া খাব, আনেন ঠাকুর। আমিনুল ভ্রূতে ভাঁজ ফেলে, কাঞ্চন অন্যদিকে তাকায়, উপায় ঠাকুর যদিও কামরুলের অসংযত ভাষায় মুখে কোনো ছায়া ফেলে না, আর প্রায়ান্ধকারে মুখের ছায়া পড়লেই বা কে দেখে, বলে, প্রেমের সাথে মদের সম্পর্ক গভীর। প্রেমের মতোই মদের একটা স্বাদ বিষ মাখানো, অপরদিকে অমৃতের মতো, দুইই নেশা ধরায়। মদের বিষ স্বাদ গ্রহণ করতে পারলে অনায়াসে অমৃত হয়ে ওঠে। প্রথম সেবনে যদি অস্থির অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন তাইলে অমৃত পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন না। উপায় ঠাকুর এক হাতে লুঙ্গির ভাঁজ ধরে সুন্দর করে বসে কামরুলের দিকে বোতল এগিয়ে দেয়। কেরু কোম্পানির ব্রাণ্ডির বোতলের মুখ খুলে নাক দিয়ে গন্ধ টেনে বলে, বিউটিফুল, আমার আর না খাইলেও চলবে, বলে বোতল আমিনুলের দিকে এগিয়ে দেয়। উপায় ঠাকুরের ঠোঁট ঘিরে হাসি, বলে, কামরুলভাই, একটু সেবন করেন ভালো লাগবে, কাল তো আর ক্লাস নাই। দু'দিনের হরতালের আগামীকাল প্রথম দিন, কাজেই কাল কেন পরের দিনও ক্লাস হবে না। তারপর শুক্রবার, কামরুল সে সব চিন্তা করছে না, বরং উপায় ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না এলে আজ বিকালেই ফরিদপুর চলে যেত, লাকি রেস্তরাঁয় নিহারি দিয়ে পুরি খেতে খেতে আড্ডা মারত পাড়ার পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে। আলীপুরে এখনো অনেকেই ব্যবসা চাকরি বেকারত্ব নিয়ে রয়ে গেছে। ফরিদপুর শহরের অপর প্রধান পাড়া ঝিলটুলিতে লাভলির বাসা। ঝিলটুলি পাড়ায় একা যেতে কামরুল সাহস করে না। হরতালের দিন অনেক বন্ধুদের পাওয়া যেত ঝিলটুলি যাওয়ার জন্য। ফরিদপুরের দিকে বাস চললে কামরুল হয়তো হরতালের দিনেও রওনা দিতে পারে। আমিনুল বোতল এগিয়ে দেয় উপায় ঠাকুরের দিকে, গুরু বিসমিল্লাহ কইরা দেন। গুরু ভণিতা করে না, বোতলের মুখ দুই ঠোঁটের ভিতর রেখে লম্বা টানে কয়েক পেগ একবারেই জিব গলা বুক পেট পুড়িয়ে পার করে দেয়। ঠাকুরের চোখ বন্ধ।

©Mukto-Mona
www.mukto-mona.com

আমিনুল কামরূল কাঞ্চন উপায় ঠাকুরকে মুহুর্ত তাকিয়ে দেখে। আমিনুল বলে, গুরুর সাথে অমনে কথা বলা ঠিক হয় নাই। কামরুল এর প্রতিবাদ করে না, আমিনুলের হাত থেকে বোতল নিয়ে হাল্কা চুমুক দিয়ে কাঞ্চনের হাতে দেয়, কাঞ্চন সম্ভব লম্বা চুমুক দিয়ে মুখ চোখ বিকৃত করে গিলে ফেলে। তার চোখে পানি চলে আসে, সঙ্গে গলাও কেমন বসে যায়, বলে, মাইরি, জিনিস গুরু একেবারে আসল। উপায় ঠাকুর আসলের ভজনা করে, মিথ্যা মেকি তার মেজাজের সঙ্গে মিশে না, বলে, সবই আপনের অভিলাষ, যেমন করে দেখতে চান। উপায় ঠাকুরের গলাও এখন গভীর খাদ থেকে উঠে আসা। কামরুল বলে, গুরু মাফ কইরা দিয়েন, আমার মাথার ঠিক নাই। উপায় ঠাকুর কামরুলের কথা শোনে কি না কে জানে, তার চোখে তো কোনো অভিব্যক্তির রেখা পড়ে না, গলাতে সুর,

আমি প্রেমালয়ে হাসি বসে
আনন্‌দে মন নাচে
দুরে কত দুরে প্রাণসখা মোর হাসে
তার হাসি চোখ আলো মুখ দেহে লুটে
প্রেম হলো ভাই প্রাণ বায়ু সঙ্গে সদা আছে
আছে দেহে রক্ত ত্বকে রোদ সুর্যে মিশে।
আমি প্রেমালয়ে হাসি বসে
আনন্দে মন নাচে।

কামরুল চোখে গলায় পানি ধরে বলে, গুরু এ আপনি কোন সাধনায় করলেন ? গগন হরকরার গানে আছে, আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে নিভাই কেমন করে / মরি হায় হায় রে / ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে / ওরে দেখনা তোরা হৃদয় চিরে। উপায় ঠাকুর স্বগতোক্তির মতো বলে, গগন লেখেছে গগনের মতো করে, সবার জন্য, আমি গাই আমার সত্যে, কেউ দেখে প্রেমের অনল, আমি দেখি অনলের আলো, অনলের কি আলো নাই, সেই আলোটাকে সত্য করে নিতে পারলে কষ্ট ঘোচে। আমিনুল মুখ এগিয়ে এনে বলে, অনলের আলোটা সত্য কিন্তু দাহটাও কম সত্য নয় ঠাকুর। উপায় ঠাকুরের শরীরে ব্রাণ্ডি এখন দোলা দেয়, গলায় সে দোলা ভাঙ্গে, মাখন তুলতে মন্থন দরকার, খাদ পুড়িয়ে খাঁটি সোনা পাওয়া যায়, দাহটা কষ্ট না, প্রেম ও সৃষ্টির নিয়ম...। কাঞ্চনের গানে উপায় ঠাকুর থামে, 'অতি সাবধানে ঘুরাই প্রেমের নাটা। / যখন খেই যাবে ছিঁড়ে লব জুড়ে / ফেলব না তার এক ফোঁটা ...। উপায় ঠাকুর বলে, কাঞ্চন জানো তো কার গান গাইলা, কুবির গোঁসাই'র গান। সমস্যা কি জানো, আমাদের বাউল বয়াতি শিল্পীরা প্রেমের ভিতর বিরহ বেদনা ছাড়া সৃষ্টির ঘোষণা খুঁজে পায় নাই, এদিকে ফকির-সুফি বুজর্গগণ দেখেছে প্রেমেই সৃষ্টির উৎস। কামরুল বলে, গুরু আপনি শেষ চুমুক মারেন, পাবলিকের মতো আতলামি করতেছেন। উপায় ঠাকুর সত্যি সত্যি বোতলের তলানিটুকু গলায় ঢেলে দেয়, বলে, কামরুলভাই পুরাণের একটা কিচ্ছা শোনেন।

জোছনার শেষ ছায়া রাতের শেষ প্রহরে মিশে আরও গভীর, নিঃসঙ্গ শুকতারা সাক্ষী হয়ে দেখছে চারজন মানুষের ঘন আর জোরালো আড্ডা। উপায় ঠাকুরের গলায় ব্রাণ্ডির দোলা নাই বরং মোম মাখানো পিছল,-- ছেলেটা কলেজ শেষ করল না, কি করে করবে, দেহের ভিতর গান, মন চঞ্চল পাখি, কোথায়ও সে বসতে পারে না, কবি গান বিচার গান বাউল ফকিরী থেকে রবীন্দ্র নজরুল সব গানেই সে মাতোয়ারা। গলাতে ভালো সুর আছে, শরীরে যেহেতু পাখির রক্ত তাই কোথাও ঠিক মতো বসে গানটা শিখতে পারল না। না পারলেই বা কি, লোকে তাকে ভালোবাসে, চা সিগারেট দিয়ে গান শুনতে চায়, দুই একটি ছন্নছাড়া মেয়ে চায় প্রেমে পড়তে। ছেলেটা হাসে, সংসারের কিছুই তাকে ধরে রাখতে পারে না, প্রেমের জন্যও একটু দম ফেলে দাঁড়াতে হয়, সে সময় কই ! তারপরেও কেমন একটা মেয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়, ছেলেটি মুহুর্তে তার চোখের ভাসা জলে নিজের ছবি দেখে অবাক হয়। চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লে ছেলেটি দেখে তার নিজের রূপও চোখের জলে টুপটাপ করে পড়ছে। আহা কী স্বচ্ছ কী উষ্ণ জল, ছেলেটি চোখের জলে আঙুল ভিজায়, আঙুল মুখে নিয়ে তার লবণ স্বাদ নেয়। ভিতর থেকে গান এসে ঠোঁটে জিবে ভর করে। মেয়েটি ঠোঁট মিলিয়ে মিহি হাসে, চিবুকের গোলাপি রক্ত ওই হাসির সঙ্গে মিশে থাকে,

©Mukto-Mona
www.mukto-mona.com

এক গোছা চুল বাতাসের দুষ্টামিতে কপালের পাশ দিয়ে চোখের পারে এসে পড়ে। ছেলেটি আর ঠোঁট টিপে গান আটকে রাখতে পারে না,

রূপের স্বরূপ আসমানে ভাসে
আমার স্বরূপ দেখ হৃদয়ে হাসে
ফোঁট ফোঁটা জলের আয়না
রূপের ভাসান ধরায় মিশে না
আহা রূপ, রত্নসম প্রেমের চন্দন
কী হইলো তিনি জানে অমৃত লগন।

এই গানেও মেয়েটির মুখে ভয়ের ছায়া জমে না। ছেলেটি ভিতরে কেঁপে ওঠে। গান শেষে মুখে কথা আসে না। একসময় ছেলেটিই পিছন ফিরে পালায়। পালাতে সে পারবে ! না পালাতে চেয়েছিল ? পরের দিন সকাল থেকে ভাঙ্গা ঘাটে এসে ছেলেটি বসে। বসে বসে সে অপেক্ষা করে। কিসের অপেক্ষা ? কেউ কি তাকে কথা দিয়েছে, কার জন্য অপেক্ষা ? তবুও প্রথম বর্ষের মেয়েটি নদীর পাড় দিয়ে কলেজে যাওয়ার পথে ঘাটে এসে ছেলেটির অপেক্ষার অবসান করে। তোমার কী নাম ? মেয়েটি হাসে, নাম বলে না। ছেলেটি চোখের ওপর চোখ রেখে নিজেই নাম রেখে নেয়, এই নামেই তাকে ডাকবে। কিছু একটা বলতে চেয়েও মেয়েটি বলে না। শাড়ির কুচি ধরে কোলে বই চেপে ধরে কলেজমুখী হয়। পাখি পাখি ছেলেটি আর কোথাও উড়ে যায় না, ঘাটে বসে থাকে, নদীতে সকাল দুপুরের রোদ চমকায়, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। তখন নদীর পানির সঙ্গে সূর্যের মাখামাখির ভিতর মেয়েটির মুখ জেগে ওঠে,

আহা রূপ রত্নসম প্রেমের চন্দন
কি হইলো তিনি জানে অমৃত লগন।

অমৃতের লগন অথবা ঘোর সহসা কাটে না। কলেজ শেষেও মেয়েটি বাড়ি ফেরার পথে ঘাটে-বসা ছেলেটিকে দেখা দিয়ে যায়, পাশে মুহূর্তের জন্য বসেও। ছেলেটি বলে, আজকে একটা গান বানালাম, গাবো ? মেয়েটি হাসে, বলে, আপনি মনে মনে গান করেন, আমি শুনে নিব। মনে মনে কেন ? মনে মনেই, এই গান আর কারও জন্য তো নয়, আমার গান আমি ঠিকই ধরে নিব। ছেলেটি বলে, তুমি গান কর ? বলব না, আপনিই বলেন।

পরের দিন একই রকমভাবে ছেলেটি বসে থাকলেও বড়ো অস্থির, বারবার পথের দিকে তাকায়। মেয়েটি দেরি করছে না, ছেলেটিই যে অনেক আগে এসে গেছে। গিরস্থের মেয়ে আগেই ঘর থেকে কিভাবে বের হয় ! মেয়েটি সময় মতো আসে, সাদা শাড়ি লাল পাড়, সাদা ব্লাউজ, চুল পিছনে টেনে রবার দিয়ে আটকানো। পায়ে চামড়ার স্যাণ্ডেল, ঠোঁটে সেই রকম হাসি, নাকের ওপর কয়েক বিন্দু ঘাম, নাকের নিচে ঠোঁটের ওপরেও ঘামবিন্দু। ছেলেটি বলে, তুমি গান করো, কাল রাতে শুয়ে শুয়ে তুমি গেয়েছো, 'বিরজার প্রেম নদীতে যে জন ডুবেছে / ও সে অটল মানুষ রতন পেয়েছে। ... । তাহার মধ্যে ডুবতে পারলে অধর চাঁদ মেলে – / ... যেন যাসনে ভুলে গোপাল তোর দেহের মধ্যে সব আছে।' মেয়েটির চোখে বিস্ময় ফোটে না, অক্ষরে অক্ষরে ননী মাখিয়ে বলে, আর তুমি গেয়েছো,

দেহের ভিতর অচিন নদীর
গোপন স্রোতের খেলা
মাছ নামে মিন পাখি
জল দুলিয়ে চলা
মিন ওড়ে নদীও আকাশে
জল মন দোলায় বাতাসে।

©Mukto-Mona
www.mukto-mona.com

এবার ছেলেটিও অবাক হয় না। অবাক বিস্ময়ে ভয়হীন ছেলে মেয়ে দু'টি কেন গান করবে ! মেয়েটির বাবা সব খবর পেয়ে কলেজ বন্ধ করে দেয়। কোন এক মেয়ের প্রেমে পড়ার খবরে ছেলেটির পরিবার তত বিচলিত নয়, এই ছেলের ওপর কারো তেমন ভরসা নাই। মেয়েটি বাড়িতে থাকে, আর দেহের ভিতর ডুব দিয়ে গান শোনে, গান শোনায়। চুরি করে দু'জনে দেখাও করে। আলাভোলা সংসার ছাড়া ছেলেটির জন্য আরও দুই একটি মেয়ে, বিশেষ করে মায়া, এসে ব্যাকুল হয়, গানের প্রশংসা করে, রূপের গুণ গায়। ছেলেটি বলে, আমি মনে মনে গান করলে তুমি শুনতে পার ! অবাক মায়া বলে, কেমনে, আমি কি পাগল ! ছেলেটে বলে, পাগলের গুণ না থাকলে ভালবাসা যায় না। তবুও রেহাই পায় না। মায়া বলে, তার থেকে আমি কম সুন্দর ? চোখ বন্ধ করে ছেলেটি বলে, তুমি হয়তো সুন্দর, কিন্তু আমি চোখ বন্ধ করে তোমাকে দেখতে পাই না, অন্ধকারে তোমাকে দেখা যায় না। অভিমানে মায়া বলে, অন্ধকারে যাকে দেখতে পান তাকেই দেখেন, আমাকে দেখতে হবে না। ছেলেটি হাসে, বুকের ভিতরে, হৃদযন্ত্রের ওপরে আরও কয়েকটি চোখ না হলে প্রেম হয় না, সাধারণ দুই চোখে প্রেম জন্মে না, প্রেমের জন্য চোখ কান বোধ আলাদা করে তৈরি হয়। অন্যদিকে মেয়েটি আবার পাহারার ভিতর কলেজ শুরু করেছে, তার বাবা খোঁজ করছে সুপাত্র। ততদিনই কলেজে যাওয়া-আসা, যতদিন পাত্রস্থ না হয়। মেয়েটি একদিন বলে, আমার ভয় করে। কেন ? মনে হয় তুমি বুঝি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না। কেন মনে হলো ? জানি না, তোমার গান শুনতে না পেয়ে চিন্তা হয়, তোমার কি কিছু হয়েছে ? ছেলেটি বলে, হয়েছে তো বটেই, প্রেম হয়েছে, প্রেমের সাধনায় মন ব্যস্ত। বেশি কথা তারা বলতে পারে না। মায়া আসে, কি ব্যাপার এখন তো দিনের আলোতেই দেখছেন, আর অন্ধকারে দেখার দরকার নাই। মেয়েটি চলে যায়। ছেলেটি বলে, শুনো মায়া, প্রেম সাধনা বোঝার জন্য দেখার জন্য আলো অন্ধকারের দরকার নাই, সর্বক্ষণই প্রেম সঙ্গে আছে, আমার আত্মাই আমার প্রেম, দেহের সঙ্গ ছাড়ে না। মায়া বলে, বাব্বা, আপনের চোখের ঘোর কাটতে সময় লাগবে না বলে দিলাম।

এক রাতে ছেলেটি কিছুতেই ঘুমাতে পারে না। সারাক্ষণ মেয়েটি হাসে, গান করে, ছেলেটিও। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, আমার এই ঘোর কখনো কাটবে না, আর কারও রূপ এই প্রেমের ঘোর মুছে দিতে পারবে না। কিছুতেই না। ভিতরের কেমন অস্থিরতা বোধ কোথাও স্থির হতে দেয় না, এলোমেলো পায়চারি করে, এক সময় ঘর থেকে বের হয়ে নিচু খেজুর গাছের ডাল থেকে শক্ত দু'টি কাঁটা এনে নিজের দুই চোখের ভিতর আমুল বসিয়ে দেয়। ভয়াবহ যন্ত্রণা আর রক্তপাতের ভিতরও বলে, বাইরের চোখ আমার আর দরকার নাই, এই চোখে আর কাউকে দেখতে চাই না। আমার প্রেম রূপ ভিতরে খোদাই হয়ে গেছে। মেয়েটি একদিন পর এই খবর পেয়ে চোখে মুখে দুঃখ ফোটায় না, বরং কেমন করে হাসে। বাবা বলে, এমনিতে দুনিয়ার ভাদাইমা, এখন চোখ দুইটাও খোয়াইলো ... গেল জীবনটা শ্যাষ হইয়া গেল।

মেয়েটি এখন নিজের থেকেই কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দেয়। কলেজে যেতে ভালো লাগে না। বাবা মনে মনে খুশি হয়ে পাত্র খোঁজার আয়োজন জোরেসোরে শুরু করে। মেয়েটি না হ্যাঁ বলে না, বাধাও দেয় না।

এক রাতে বসে একটা চিঠি লেখে। চিঠি লেখা শেষ করে, দুই হারিকেনের সব কেরোসিন নিজের চুলে শরীরে শাড়িতে মাখে। তারপর মনে মনে গান ধরে, সেই প্রথম শোনানো গান, বিরজার প্রেম নদীতে যে জন ডুবেছে . . . । তখন রাতের শেষ প্রহর। গানের সুরে ছেলেটির তন্দ্রা কেটে যায়। এই গান অন্যদিনের মতো না, বড়ো করুণ, জল টপ টপ করে পড়ছে, নিশ্চয় তার কিছু হয়েছে। ছেলেটি ওই বেতাল সময়েই নিজেদের গ্রাম ছাড়িয়ে মেয়েটির গ্রামের দিকে দৌড়াতে শুরু করে। ততক্ষণে মেয়েটি দিয়াশলাই হাতে নেয়। কি বুঝে ছেলেটি আরও দ্রুত দৌড়ায়। পরে মেয়েটির শেষ চিঠির খবর পায় ছেলেটি – লিখেছে, অন্য কোনো ছায়ার ভয়ে তোমার বাইরের চোখ দু'টি নষ্ট করে দিয়েছ। আমার এই মন গান দেহ তো প্রেমে সমর্পণ করেছি, প্রেম ছাড়া কেউ এর দখল পাবে না। চিঠির শেষে লেখা ছেলেটির গাওয়া গানের দুই লাইন,

রূপের স্বরূপ আসমানে ভাসে
আমার স্বরূপ দেখ হৃদয়ে হাসে।

©Mukto-Mona
www.mukto-mona.com

উপায় ঠাকুরের গলা এতক্ষণে ডোবে, কথা বলতে পারে না। কামরুল তবু জানতে চায়, গুরু মেয়েটির কি নাম ? গুরু বলে, প্রজ্ঞা। আর ছেলেটি ? উপায় ঠাকুর জলের জোয়ার সরিয়ে ছেলেটির নাম বলতে পারে না।

©Mukto-Mona
www.mukto-mona.com